দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 29 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

রমজান মাসে বিরতিহীন ডিগ্রী পরীক্ষা

বর্তমানে সারাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পরীক্ষা চলছে। ১৯৯৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে কিংবা আদৌ কিছু অর্জিত হয়েছে কিনা— সে সম্পর্কে ইতিবাচক কথাবার্তা শোনার সৌভাগ্য শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক কারোরই হয়নি। কিন্তু আজ অবধি বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম আর খামখেয়ালীপনাতে এই প্রতিষ্ঠানটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিতৃষ্ণা-বিরাগ দিন দিন বাড়ছেই। কর্তৃপক্ষের রুটিন অনুযায়ী রমজান মাসেও পরীক্ষা চলছে। প্রয়োজনবোধে রমজান মাসেও ডিগ্রী পরীক্ষা চলতে কারও তেমন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু রুটিন বিষয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। ২২, ২৩, ২৪ ডিসেম্বর পর পর তিনটি পরীক্ষা হলো। এরূপ কোন গ্যাপ না রেখে আরও পরীক্ষা হয়েছে এবং হবে। ডিগ্রীর প্রতিটি বিষয়ে বিরাট ও ব্যাপক সিলেবাস। ছাত্র-ছাত্রীরা এসব বিষয়ে যথাযথ প্রস্তুতি নিলেও পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে রিভিশনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবে ভাল পরীক্ষা দিতে পারছে না। সারাদিন রোজা রেখে, রাতে তারাবীহ ইত্যাদির মধ্যে একটি পরীক্ষা দিয়ে এসে পরের দিনের পরীক্ষা এবং তারপরের দিনের পরীক্ষার প্রস্তুতি কিভাবে কতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনই বিবেচনাবোধ নেই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বাংলাদেশে পবিত্র রমজানের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের এরূপ মানসিক নিপীড়ন কাদের দ্বারা সম্ভব হয় তা আমরা ভেবে পাই না। তাহলে কি তাদের কাছে পবিত্র রমজানের কোনই গুরুত্ব নেই? ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে তীব্র টেনশানে দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া নির্ঘুম রাত পাড়ি দিতে পরীক্ষার্থীদের কি করুণ হাল হচ্ছে— তা ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য এতটুকু অনুভব কর্তৃপক্ষ করবেন কি?

—কামাল আহমেদ লিটন,
বিএসসি পরীক্ষার্থী, উত্তরা।